২০/৬/২০০৩

যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ঢাবিতে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ হাতাহাতি : ভিসি নাজেহাল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ছাত্রলীগের বাধা, উপাচার্য নাজেহাল, প্রভোস্টের সঙ্গে হাতাহাতির মধ্য দিয়ে ছাত্রদলের ৫৯ জন নেতাকর্মী দীর্ঘ দুই মাস পর গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ফিরেছে। গত ১৬ জুন নারায়ণগঞ্জে বোমা হামলার রাতে ছাত্রলীগ এসব নেতাকর্মীকে বিতাড়িত করেছিল। ক্যাম্পাসে লাগাতার ধর্মঘট শিথিল করতে ছাত্রদলের দেয়া শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের হলে তুলেছেন।

গতকাল দুপুর সাড়ে ৩টায় ছাত্রদল নেতাকর্মীরা উত্তরপাড়ার চারটি হলে উঠার উদ্দেশ্যে মলচত্বরে জমায়েত হয়। সেখান থেকে সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেনের নেতৃত্বে জসীমউদদীন হলের নেতাকর্মী, সাধারণ

ভিসি : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ১

ঢাবি উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী গতকাল সূর্যসেন হলে ছাত্রনেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার পর বেরিয়ে যাওয়ার সময় ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধ কর্মীদের তোপের মুখে পড়েন (বাঁয়ে); ওই হলের ভিতরেই ছাত্রলীগ-ছাত্রদল কর্মীদের হাতাহাতি (ডানে) -যুগান্তর

ভিসি : নাজেহাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুনের নেতৃত্বে সূর্যসেন হলের নেতাকর্মী, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদের নেতৃত্বে জিয়া হলের নেতাকর্মী এবং কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু মুজিব হলের নেতাকর্মীরা সংশ্লিষ্ট হলে যায়। অন্যান্য হলে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে তারা উঠতে পারলেও সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগ কর্মীদের সঙ্গে গণ্ডগোল বাধে।

মামুন তার নেতাকর্মীদের নিয়ে হল প্রভোস্ট ইয়ুসুফ হায়দারের কক্ষে যান। প্রভোস্ট কর্মীদের গেস্টরুমে বসতে বলেন। কর্মীরা গেস্টরুমে বসলে ছাত্রলীগের হল শাখার সভাপতি মনির তাদের কার্ড দেখতে চান। এতে ছাত্রদল কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে দুই দলের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এ সময় প্রভোস্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাকেও ধাক্কা দেয় এবং ছাত্রদল কর্মীদের হলে তোলার প্রক্রিয়া একদিন বিলম্ব করতে বলে। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা অস্ত্র দেখিয়ে ছাত্রদল কর্মীদের বেরিয়ে যেতে বলেছে বলে ছাত্রদল অভিযোগ করেছে। অন্যদিকে ছাত্রলীগ বলছে, অছাত্র-সন্ত্রাসীদের সঙ্গে নিয়ে ছাত্রদল কর্মীরা হলে এসেছিল। খবর পেয়ে উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী এবং প্রক্টর এ কে নূর-উন-নবী ঘটনাস্থলে এসে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শাহীন বেগ ও সাধারণ সম্পাদক একে আজিম, ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুনকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। আলোচনা শেষে উপাচার্য বের হতে গেলে গেটের বাইরে ছাত্রদল কর্মীরা তাকে উদ্দেশ করে গালি দেয়, তার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। পুলিশ ও ছাত্রদল নেতারা উপাচার্যকে ঘিরে ধরে হল থেকে বের হন। মূল গেটের কাছে এলে ছাত্রদল কর্মীরা উপাচার্যকে লক্ষ্য করে ইটের টুকরা ও কাদা ছোড়ে। ছাত্রদল নেতারা কর্মীদের শান্ত করেন। উপাচার্য এ অবস্থায় মলচত্বর দিয়ে না গিয়ে মুহসীন হলের সামনে থেকে ঘুর পথে বাসভবনে ফেরেন। এ ঘটনার সময় ছাত্রলীগের বাগেরহাট গ্রুপের নেতা সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল ওয়াদুদ খোকন, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এসএ মালেকের ছেলে ডা. মামুন এবং মুহসীন হল শাখার সভাপতি শফিক তার কর্মী বাহিনী নিয়ে সূর্যসেন হলের সামনে ছিলেন।

সন্ধ্যা ৭টায় সূর্যসেন হলে ছাত্রদলের সাতজন নেতাকর্মীকে কার্ড দেখে কর্তৃপক্ষ তুলে দেন। এ ঘটনার জন্য ছাত্রলীগ ছাত্রদলকে এবং ছাত্রদল ছাত্রলীগ ও কর্তৃপক্ষের অবহেলাকে দায়ী করেছে। সূর্যসেন হল ছাড়া জিয়া হলে ১২ জন, মুজিব হলে ১৩ জন এবং জসীমউদদীন হলে ১৮ জন ছাত্রদল নেতাকর্মীকে কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ কক্ষে তুলে দেন। অবশ্য হলের হিসাব অনুসারে গত ১৬ জুন রাতে বঙ্গবন্ধু হল থেকে ৮ জন, জসীমউদ্দীন হল থেকে ২৪ জন, জিয়া হল থেকে ১২ জন এবং সূর্যসেন হল থেকে ১২ জন নেতাকর্মী বিতাড়িত হয়েছিল। তবে ছাত্রদলের দেয়া তালিকা অনুসারে সূর্যসেন হলের ৫৪ জন, জিয়া হলের ৪৪ জন, মুজিব হলের ২৭ জন এবং জসীমউদ্দীন হলের ৪১ জন নেতাকর্মী বিতাড়িত হয়েছিল। এদের অনেকেই বৈধ কাগজপত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা পরিশোধ করা না থাকায় হলে উঠতে পারেনি বলে ছাত্রদল নেতারা জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন বলেছেন, ছাত্রলীগ ছাত্রদলের বৈধ ছাত্রদের হলে উঠতে না দিয়ে ছাত্রদলকে ধর্মঘটের কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে বাধ্য করতে চায়। ছাত্রদল নেতাকর্মীরা এসব হলে স্বাভাবিকভাবে না থাকতে পারলে ধর্মঘট কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হবে না। অবশ্য উপাচার্য বলেছেন, 'দুই পক্ষ একসঙ্গে থাকলে একটু তো গোলমাল হবেই।'